বাহ! কি অপরূপ শান গাউসে আযমের

৯ রবিউস সানি ১৪৪৮ হিজরির বয়ান

www.dawateislami.net

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত ২
বয়ান শোনার নিয়ত ৩
ইলম ও হিকমতের সমুদ্র ৪
গাউসে পাকের জীবনীর সংক্ষিপ্ত ঝলক ৯
শৈশবের কারামত ১০
মুক্তার মালা ১০
কারামতের সংজ্ঞা ও এর বিধান ১১
গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দোয়ার বরকত ১২
শানে গাউসে পাক ১৪
যুহুদ ও তাক্বওয়া ১৫
দুই-তৃতীয়াংশ দ্বীন বিলুপ্ত হয়ে যায় ১৬
দানশীলতা ও ত্যাগ ১৭
এক রাতের বরকত ১৮

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

اِذَا كَانَ يَوْمُ الْخَمِيْسِ بَعَثَ اللّٰهُ مَلَائِكَةً مَعَهُمْ صُحُفٌ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَقْلَامٌ مِّنْ ذَهَبٍ يَكْتُبُوْنَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ اَكْثَرَ النَّاسِ عَلَيَّ صَلَاةً

অর্থাৎ যখন বৃহস্পতিবার দিন আসে, আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের প্রেরণ করেন, যাঁদের নিকট রূপার কাগজ এবং স্বর্ণের কলম থাকে। তাঁরা লেখেন যে, কে বৃহস্পতিবার দিনে এবং জুমার রাতে (অর্থাৎ বৃহস্পতি ও শুক্রবারের মধ্যবর্তী রাত) আমার উপর অধিক পরিমাণে দরুদে পাক পাঠ করে। **(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, ১/২৫০, হাদীস: ২১৭৪)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়ত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, পৃষ্ঠা: ৮১, হাদীস: ১২৮৪)** হে আশিকানে রাসূল, প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়ত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়ত করে নিন, যেমন; নিয়ত করুন, ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রবিউস সানী (রবিউল আখির) মাস চলমান রয়েছে। এটি সেই বরকতময় মাস, যার ১১ তারিখে পীরানে পীর, রওশন যমীর হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পবিত্র ওরস মুবারক উদযাপন করা হয়; যাকে আশিকানে গাউসে আযম

ফাতেহায়ে ইয়াযদাহামও বলে থাকেন। এই উপলক্ষে আজ আমরা সেই মহান ব্যক্তিত্বের পূণ্যময় আলোচনা, ফযিলত ও কারামতসমূহ, গুণাবলী এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি (Introduction) শুনব, যাঁকে সারা দুনিয়া "গাউসে আযম" উপাধি সহকারে জানে। আল্লাহ করুক আমরা যেন সম্পূর্ণ বয়ান একাগ্রচিত্তে এবং ভালো ভালো নিয়ত সহকারে শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারি।

আসুন! সর্বপ্রথম আমরা হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইলমী শান ও মর্যাদার উপর একটি ঈমান জাগ্রতকারী ঘটনা শুনি:

ইলম ও হিকমতের সমুদ্র

হযরত হাফিয আবুল আব্বাস আহমদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত আল্লামা আব্দুর রহমান ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে একবার হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বয়ানের ইজতিমায় উপস্থিত হলাম। একজন ক্বারী সাহেব কুরআনে করীমের তিলাওয়াত করলেন। তিলাওয়াতের পর হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ওয়াজ শুরু করলেন এবং তিলাওয়াতকৃত আয়াত মুবারাকার মধ্য থেকে একটি আয়াতের তাফসীর এবং এর একটি অর্থ বর্ণনা করলেন। হযরত আবুল আব্বাস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি আল্লামা ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে জিজ্ঞেস করলাম: আপনার কি এই তাফসীর জানা ছিল? তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ! এই তাফসীরী বক্তব্য আমার জানা ছিল। অতঃপর হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই আয়াতেরই দ্বিতীয় তাফসীর বর্ণনা করলেন। হযরত আবুল আব্বাস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি পুনরায় আল্লামা ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে জিজ্ঞেস করলাম: এই তাফসীর কি আপনার জানা আছে? তিনি বললেন:

হ্যাঁ! আমার জানা আছে। এরপর তৃতীয় তাফসীর বর্ণনা করলেন। আমি আবারও জিজ্ঞেস করলাম: এই তাফসীরও কি আপনার জানা আছে? তিনি উত্তর দিলেন: হ্যাঁ, আমার জানা ছিল। এরপর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই আয়াতের চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ; এমনকি দশটি (১০) তাফসীর বর্ণনা করলেন। আমি প্রতিটি তাফসীরের পর আল্লামা ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে জিজ্ঞেস করতাম: আপনার কি এই তাফসীর জানা আছে? আর তিনি প্রতিবার এই উত্তর দিতেন যে, হ্যাঁ! এই তাফসীর আমার জানা আছে। এমনকি হুযূর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উক্ত আয়াতের এগারোতম (১১তম) তাফসীর বর্ণনা করলেন। এবারও আমার প্রশ্নের উত্তরে আল্লামা ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উত্তর একই ছিল যে, হ্যাঁ! এই তাফসীর আমার জানা আছে। এগারোতমের পর হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উক্ত আয়াত মুবারাকার বারোতম (১২তম) তাফসীর বর্ণনা করলেন। আমি আল্লামা ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে জিজ্ঞেস করলাম: আপনার কি এই তাফসীরও জানা আছে? তখন তিনি অস্বীকৃতি জানিয়ে (অর্থাৎ 'না' সূচক) মাথা নেড়ে বলতে লাগলেন: না! এই তাফসীর আমার জানা নেই। এরপর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উক্ত আয়াতের তেরোতম (১৩তম) তাফসীর বর্ণনা করলেন, এরপর চৌদ্দতম (১৪তম), পনেরোতম (১৫তম), ষোলতম (১৬তম), এরপর বিশটি (২০), পঁচিশটি (২৫); এমনকি তাফসীরের সংখ্যা ত্রিশ (৩০) পর্যন্ত পৌঁছে গেল। আর এগারোতম তাফসীরের পর থেকে প্রতিটি তাফসীরেই আল্লামা ইবরে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উত্তর এটাই ছিল যে, আমি এই তাফসীর সম্পর্কে অবগত নই; এই তাফসীর আমার জানা নেই।

ত্রিশটি (৩০) তাফসীর বর্ণনা করার পর হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই আয়াতের আরও তাফসীর বর্ণনা করতে শুরু করলেন। এমনকি সেই একই মজলিসে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উক্ত একটি আয়াতে করীমার চল্লিশটি (৪০) তাফসীর বর্ণনা করলেন! আর প্রতিটি তাফসীরের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট মুফাসসিরের নামও বর্ণনা করে যাচ্ছিলেন। পক্ষান্তরে আল্লামা ইবনে জাওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এগারোতম তাফসীরের পর প্রতিটি তাফসীরেই এই উত্তর দিতে থাকলেন যে, এই তাফসীর আমার জানা নেই। **(বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা: ২২৪)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাধারণত যখন কাউকে কোনো বয়ান করতে হয়, তখন সে পূর্ব থেকেই এর প্রস্তুতি গ্রহণ করে, বহু কিতাব অধ্যয়ন করে, বয়ানের একটি ধারাবাহিক রূপরেখা নিজের মনে সাজিয়ে নেয়; এমনকি কখনো কখনো সম্পূর্ণ বয়ান কিংবা কিছু জরুরী পয়েন্টও লিখে সাথে নিয়ে আসে, যাতে বয়ান করতে সুবিধা হয়। উদাহরণস্বরূপ আমি আপনাদের সামনে বয়ান করছি, সম্পূর্ণ বয়ান একটি ধারাবাহিকতায় আমার সামনে উপস্থিত রয়েছে কিন্তু কুরবান হয়ে যাই! হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইলমী শান-শওকত এবং তাঁর অতুলনীয় প্রজ্ঞার প্রতি, তিনি সেই আয়াতসমূহের উপরই বয়ান করলেন, যা ক্বারী সাহেব তিলাওয়াত করেছিলেন। আর সেই আয়াতের একটি নয়, দুটি নয়, তিনটি নয়; বরং চল্লিশটি (৪০) তাফসীর এবং প্রতিটি তাফসীরের প্রবক্তার নামও উল্লেখ করলেন! আর এমন ইলম ও হিকমতে ভরপুর তাফসীর পেশ করলেন, যা

শুনে আল্লামা আব্দুর রহমান ইবনে জাওযী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মতো যুগের মহান আলিম ও ইমামও বিস্মিত হয়ে গেলেন!

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে গাউসে আযম! বর্ণিত ঘটনা থেকে হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর কুরআনে করীমের প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রকাশ পাচ্ছে যে, তিনি ইলমের সমুদ্র হওয়া সত্ত্বেও কুরআনে করীমের বহু তাফসীর অধ্যয়ন করতেন এবং বয়ান করতেন। অধিক পরিমাণে ইবাদত-বন্দেগী ও রিয়াযত করতেন এবং কুরআনে করীমের তিলাওয়াত করতেন। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ পনেরো (১৫) বছর পর্যন্ত সারা রাতে একবার কুরআন পাক খতম করতেন। **(বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা: ১১৮)**

গাউসে পাকের ভালোবাসার দাবীদার আমরা নিজেদের অবস্থার প্রতি একটু চিন্তা করি; আমরা কি মুখস্থ নয়, বরং দেখে দেখেও শুদ্ধভাবে কুরআনে করীম তিলাওয়াত করতে পারি? ঘরে গাড়ি থাকলে আর তা ড্রাইভ করতে না জানলে তার জন্য নিয়মিত ড্রাইভিং কোর্স করা হয়, মোটা অঙ্কের ফি পরিশোধ করা হয় এবং দ্রুততম সময়ে ড্রাইভিং শেখার চেষ্টা করা হয়। তদ্রূপ শুরুতে মোবাইল ব্যবহার করতে পারতাম না, কিন্তু মানুষকে জিজ্ঞেস করে করে তাও শিখে নিয়েছি এবং কাউকে জিজ্ঞেস করতে কোনো লজ্জাবোধও হয়নি। ব্যবসা-বাণিজ্য (Business) করতে চাইলে শুরুতেই বহু অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা হয়, যাতে ব্যবসায়ের ক্ষতি না হয়ে যায়; এর জন্য আগে থেকেই তথ্য সংগ্রহ করা হয়, লাভ ও ক্ষতির দিকগুলো বিবেচনায় রাখা হয়। অনুরূপভাবে ইংরেজি বলার উদাহরণই নিন; আমাদের সমাজে কেউই

ইংরেজি শিখে জন্মায় না, মাতৃভাষা অন্যকিছু থাকে; কিন্তু যখন ইংরেজি শিখে নেয় তখন অনর্গল বলাও শিখে যায়। এমনকি বর্তমানে সন্তানদের তো এতো ইংরেজি শেখানো হয়, যেন তারা স্বয়ং ইংরেজদেরই ইংরেজি পড়াবে! অথচ কুরআনে করীম এতোটুকুও পড়ায় না যা দিয়ে এই হতভাগারা অন্তত নিজেদের নামাযটুকুও বিশুদ্ধ করতে পারে!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের উচিত যে, কেবল নিজেই কুরআন তিলাওয়াতের অভ্যাস (Habit) গড়ে তোলাই নয়, বরং নিজেদের পরিবারের সদস্য, বন্ধু-বান্ধব এবং অন্যান্য মুসলমানদেরকেও কুরআন তিলাওয়াত করার দাওয়াত দেওয়া। আর কেবল পড়াই নয়, বরং কুরআন পাককে বোঝাও উচিত যে, এতে কী রয়েছে এবং আমাদের কী করা উচিত? তাও আমাদের জানা থাকা প্রয়োজন; আর এর জন্য কুরআন পাককে তাফসীরসহ পাঠ করাই অধিক ফলপ্রসূ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن এর মধ্যে মাহবুবে সুবহানী, গাউসে সামদানী, আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আল্লাহ পাকের সেই সর্বোচ্চ মর্যাদাবান ওলি, যিনি সকল ওলিদের সরদার এবং যাঁর ব্যক্তিত্ব সর্বস্তরের মানুষের নিকট পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক সুউচ্চ ও মর্যাদাপূর্ণ বংশের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আসুন! তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি শ্রবণ করি;

গাউসে পাকের জীবনীর সংক্ষিপ্ত ঝলক

✯ হুযূর গাউসে আযম, শায়খ সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শুভ জন্ম পহেলা রমযান ৪৭০ হিজরীতে বাগদাদ শরীফের নিকটবর্তী কসবা জিলানে হয়েছিল। **(বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা: ১৮১)** ✯ তাঁর নাম মুবারক আব্দুল কাদের এবং উপনাম আবু মুহাম্মদ। ✯ মুহিউদ্দীন, মাহবূবে সুবহানী, গাউসে আযম এবং গাউসুস সাক্বালাঈন ইত্যাদি তাঁর উপাধি। ✯ তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আহলে বাইত অর্থাৎ সৈয়দ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ✯ তাঁর পরিবার যুহদ ও তাক্বওয়ার কারণে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ (Famous) ছিল। ✯ তাঁর সম্মানিতা আম্মাজানের নাম "সৈয়দা ফাতেমা" এবং কুন্নিয়াত "উম্মুল খায়ের"। **(সীরাতে গাউসে আযম, পৃষ্ঠা: ২৭)** ✯ তাঁর সম্মানিত পিতার নাম মুবারক "সৈয়দ মূসা", কুনিয়াত "আবু সালেহ" এবং উপাধি "জঙ্গী দোস্ত"। ✯ তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পিতার দিক থেকে হাসানী (এবং সম্মানিতা মাতার দিক থেকে হোসাইনী সৈয়দ) ছিলেন। ✯ তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত আবু সালেহ মূসা জঙ্গী দোস্ত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তৎকালীন যুগের বিখ্যাত আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

(গাউসে পাক কে হালাত, পৃষ্ঠা: ১৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাধারণত শিশু যখন মায়ের পেটে থাকে, তখন সে দুনিয়া এবং দুনিয়ায় যা কিছু রয়েছে, সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। এরপর যখন দুনিয়ায় আসে, তখনও তার জ্ঞান ও চেতনা ফিরে পেতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। কিন্তু কুরবান হয়ে যাই! সরদারে আউলিয়া, হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বরকতময় পবিত্র সত্ত্বা কেবল

শৈশবেই নয়, বরং যখন তাঁর জন্মও হয়নি, তখনও তাঁর অবস্থা সবার চেয়ে আলাদা ছিল। তিনি শৈশব থেকেই কারামতের অধিকারী ছিলেন; বরং এই দুনিয়ায় তাশরীফ আনার পূর্বে এবং জন্মের পর তাঁর থেকে বহু কারামত প্রকাশ পেয়েছিল;

শৈশবের কারামত

তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ রমযানুল মুবারকের পহেলা তারিখ সোমবার সুবহে সাদিকের সময় দুনিয়ায় শুভাগমন করেন; সে সময় তাঁর ওষ্ঠদ্বয় ধীরে ধীরে নড়াচড়া করছিল এবং "আল্লাহ আল্লাহ" যিকিরের ধ্বনি আসছিল।

(মুন্নার লাশ, পৃষ্ঠা: ৩)

হে আশিকানে গাউসে আযম! নিঃসন্দেহে এটি আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহ ছিল যে, তিনি তাঁকে শৈশবেই বহু কারামত দ্বারা ধন্য করেছিলেন। তাঁর শান, মর্যাদা ও কারামত সম্পর্কে হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

মুক্তার মালা

মাশায়িখে আউলিয়ার মধ্যে কারামতের দিক দিয়ে কেউই তাঁর সমকক্ষ নন; এমনকি কোনো কোনো মাশায়িখ বলেন: হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কারামতের দৃষ্টান্ত মুক্তার মালার মতো, যা ছিঁড়ে গেলে একটার পর একটা মুক্তা ঝরতেই থাকে। গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কারামত গণনা ও পরিমাপের উর্ধ্বে। **(আশিআতুল লুমআত, কিতাবুল ফিতান, ৪/৬১০)**

হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বরকতময় পবিত্র সত্ত্বা তো কারামত ও উৎকর্ষতার সমাহার বটেই, কেবল তাঁর বরকতময় নামেরই

এই বরকত যে, যেখানে স্মরণ করা হয় ক্ষতিকর হিংস্র প্রাণী থেকেও মুক্তি লাভ হয়। একটু ভেবে দেখুন! যখন হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নামেরই এই বরকত, মর্যাদা ও কারামত যে, হিংস্র পশুরা তাঁর নাম শুনে আক্রমণ করে না, ক্ষতিকর প্রাণী কষ্ট দেয় না, তবে তাঁর পবিত্র সত্ত্বা কতোটা কারামতপূর্ণ এবং সুউচ্চ মর্যাদাবান হবে!

আসুন! কারামতের সংজ্ঞা শ্রবণ করি;

কারামতের সংজ্ঞা ও এর বিধান

মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব "কারামাতে সাহাবা" এর ৩৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে: মুত্তাকী মুমিন বান্দা থেকে যদি এমন কোনো দূর্লভ ও বিস্ময়কর বিষয় প্রকাশ পায়, যা সাধারণত সচরাচর ঘটে না, তবে তাকে 'কারামত' বলে। এই জাতীয় বিষয়াদি যদি নবীগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام থেকে নবুওয়ত ঘোষণার পূর্বে প্রকাশ পায় তবে তাকে 'ইরহাস' এবং নবুওয়ত প্রকাশের পর প্রকাশ পেলে 'মু'জিযা' বলা হয়। আর যদি সাধারণ মুমিনদের থেকে এমন কোনো বিষয় প্রকাশ পায় তবে তাকে 'মাউনাত' বলে; আর কোনো অমুসলিম থেকে কখনো তার ইচ্ছানুযায়ী এই জাতীয় বিষয় প্রকাশ পেলে তাকে 'ইসতিদরাজ' বলা হয়। **(নিবরাস, আক্বসামুল খাওয়ারিক্ব সাবআ, পৃষ্ঠা: ২৭২)**

হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আউলিয়ায়ে কেরামের কারামত সত্য; এর অস্বীকারকারী ব্যক্তি পথভ্রষ্ট। **(বাহারে শরীয়ত, ১ম অংশ, ১/২৬৮)** কারামতের বহু প্রকারভেদ রয়েছে; যেমন: মৃতকে জীবিত করা, অন্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য দান করা, দীর্ঘ দূরত্ব মুহূর্তের মধ্যে অতিক্রম করা, পানির উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া,

বাতাসে উড়ে যাওয়া, অন্তরের কথা জেনে নেওয়া এবং দূরবর্তী জিনিস দেখতে পাওয়া ইত্যাদি।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, কারামতের বহু প্রকার রয়েছে; কিন্তু হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উপর আল্লাহ পাকের বিশেষ দয়া ছিল যে, আল্লাহ পাক তাঁকে অন্যান্য আউলিয়ায়ে কেরামের চেয়েও অধিক কারামত দান করেছিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আল্লাহ পাকের প্রদত্ত ক্ষমতায় কখনো মৃতদের জীবিত করে দিতেন, আবার কখনো অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতেন। কখনো কুষ্ঠরোগীদের সুস্থ করে দিতেন, আবার কখনো অসুস্থ ও বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করতেন। কখনো দূর থেকে সাহায্যের জন্য আহ্বানকারীদের সহায়তা করতেন, আবার কখনো অভাবীদের প্রয়োজন পূরণ করে দিতেন। কখনো কারও অন্তরে উদিত হওয়া চিন্তাভাবনা জেনে নিতেন, আবার কখনো নিজের দরবারে আগতদের সমস্যাসমূহ দূর করে দিতেন। কখনো চোর ও ডাকাতদের উপর দয়ার দৃষ্টি দিয়ে নেককার বানিয়ে দিতেন, আবার কখনো পাপাচারী ও অবাধ্য লোকদেরকে নিজের বেলায়েতের দৃষ্টি দিয়ে আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দা বানিয়ে দিতেন। আসুন! তাঁর কয়েকটি কারামত শ্রবণ করি;

গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দোয়ার বরকত

হযরত শায়খ সালেহ ইসমাঈল বিন আলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত শায়খ আলী বিন হাইতামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন অসুস্থ হতেন, তখন মাঝে মাঝে আমার নিকট তাশরীফ আনতেন এবং সেখানে বেশ কয়েক দিন অবস্থান করতেন। একবার তিনি সেখানেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তখন তাঁর কাছে গাউসে সামদানী, কুতবে রব্বানী শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

বাগদাদ থেকে শুশ্রূষা করার জন্য তাশরীফ আনলেন। উভয়েই আমার এখানে একত্রিত হলেন। সেখানে দু'টি খেজুর গাছ ছিল, যা চার বছর যাবত শুকিয়ে শুষ্ক কাঠ হয়ে গিয়েছিল এবং তাতে কোনো ফল ধরত না। আমরা সেগুলো কেটে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। তখন হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তার একটির নিচে অযু করলেন ও অপরটির নিচে দুই রাকাত নফল নামায আদায় করলেন। ফলে গাছ দু'টি সতেজ-সবুজ হয়ে উঠল, সেগুলোর কচি পাতা বের হলো এবং সেই সপ্তাহের মধ্যেই সেগুলোতে ফল চলে এলো; অথচ তখন খেজুরের মৌসুমই ছিল না! আমি আমার সেই গাছ থেকে কিছু খেজুর নিয়ে তাঁর খেদমতে পেশ করলাম। তিনি তা থেকে কিছু আহার করলেন এবং আমাকে বললেন: আল্লাহ পাক তোমার জমিনে, তোমার দিরহামে, তোমার সা'তে (পরিমাপে) এবং তোমার দুধে বরকত দান করুন।

হযরত শায়খ ইসমাঈল বিন আলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমার জমিনে সেই বছরের পরিমাণ থেকে দ্বিগুণ থেকে চারগুণ ফলন হওয়া শুরু হলো। এখন আমার অবস্থা এমন যে, যখন আমি এক দিরহাম খরচ করি তখন আমার কাছে তার দুই থেকে তিনগুণ চলে আসে; আর যখন আমি কোনো গুদামে একশত (১০০) বস্তা গম রাখি, অতঃপর তা থেকে পঞ্চাশ (৫০) বস্তা খরচ করে ফেলি এবং অবশিষ্টাংশের দিকে তাকাই, তখন একশত (১০০) বস্তাই বিদ্যমান দেখতে পাই! আমার গবাদিপশু এতো বেশি বাচ্চার জন্ম দেয় যে, আমি তাদের সংখ্যা ভুলে যাই। আর এই অবস্থা হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বরকতে এখনও বিদ্যমান রয়েছে। **(বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা: ৯১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই হলো হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বরকতময় পবিত্র অস্তিত্বের বরকত। নিঃসন্দেহে আমরা হয়তো চিন্তা করছি যে, হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এতো শান-শওকত, মহত্ত্ব ও উচ্চ মর্যাদা কীভাবে নসীব হলো? তবে মনে রাখবেন! যে সকল মানুষ নিজেদের জীবন আল্লাহ পাকের আনুগত্যে অতিবাহিত করেন, আল্লাহ পাক তাঁদেরকে নিজের প্রকৃত ভালোবাসা দান করেন এবং বহু কারামত দিয়ে ধন্য করেন। এই কারণেই,

শানে গাউসে পাক

আমাদের গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত পবিত্র শরীয়তের উপর আমল করে অতিবাহিত হতো। ✯ তিনি ফরয ও ওয়াজিব সমূহের পূর্ণ নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করতেন। ✯ জন্মের সাথে সাথেই তিনি রোযা রেখে নিয়েছিলেন। ✯ চার বা পাঁচ বছর বয়সে যখন 'বিসমিল্লাহ খানি' (পড়াশোনা শুরুর আনুষ্ঠানিকতা) সম্পন্ন করা হয়, তখন তিনি তায়াউয (اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ) এবং তাসমিয়া (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ) এরপর ১৮ পারা মুখস্থ শুনিয়ে দেন এবং বলেন: আমার আম্মাজানেরও (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا) এতোটুকুই মুখস্থ ছিল; তিনি পড়তেন, আর আমি শুনে শুনেই মুখস্থ করে নিয়েছি। **(মুন্নার লাশ, পৃষ্ঠা: ৪)** ✯ ৪০ বছর (Forty years) পর্যন্ত ইশার ওযু দিয়ে ফজরের নামায আদায় করেছেন। ✯ যখনই বে-ওযু হতেন, তখনই সাথে সাথে ওযু করে দুই রাকাত নফল নামায পড়ে নিতেন। **(বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা: ১৬৪)** ✯ প্রতিদিন এক হাজার (১০০০) রাকাত নফল নামায আদায় করতেন। **(গাউসে পাক কে হালাত, পৃষ্ঠা: ৩২)** ✯ তাঁর কারামতপূর্ণ হাতে পাঁচ শতাধিক (৫০০) অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ

করেছিল এবং এক লক্ষাধিক ডাকাত, চোর, পাপাচারী, ফাসিক, দাঙ্গাবাজ এবং বড় বড় গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি তাওবা করেছিল। **(বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা: ১৮৪)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অগণিত গুণের অধিকারী হওয়ার পাশাপাশি ইবাদত-বন্দেগী, রিয়াযত, বেলায়ত ও কারামতে যেমন অতুলনীয় ছিলেন, তেমনি তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যুহুদ, তাক্বওয়া এবং অল্পেতুষ্টিতেও ছিলেন অনন্য। তিনি পার্থিব ধন-সম্পদের প্রত্যাশী একেবারেই ছিলেন না। কোনো ধনী ব্যক্তি (Rich man) যদি তাঁর খেদমতে ধন-সম্পদ প্রদান করত, তবে তিনি তা গ্রহণ করতেন না; বরং তাকে নেকীর দাওয়াত দিতেন এবং তার সংশোধনের প্রচেষ্টা চালাতেন।

যুহুদ ও তাক্বওয়া

শায়খ আবুল আব্বাস খিযির رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: এক রাতে আমরা বাগদাদে শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাদরাসায় অবস্থান করছিলাম। তৎকালীন এক খলীফা তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলো এবং সালামের পর আরয করল: আমাকে কিছু উপদেশ দিন! এবং পাশাপাশি ধন-সম্পদের দশটি (১০) থলে প্রদান করল, যা খাদেম বহন করে নিয়ে এসেছিল। তিনি বললেন: আমার এই থলেগুলোর কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু খলীফা তা ফেরত নিতে অস্বীকার করল এবং তা গ্রহণ করার জন্য পীড়াপীড়ি করল। অতঃপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি থলে নিজের ডান হাতে এবং অপরটি বাম হাতে নিলেন এবং উভয়টিকে হাত দিয়ে চেপে নিংড়ালেন; সাথে সাথেই সেগুলো থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে

লাগল! এরপর তিনি সেই খলীফাকে লক্ষ্য করে বললেন: তুমি কি আল্লাহ পাককে লজ্জা করো না যে, মানুষের রক্ত চুষে নিয়ে আমার কাছে নিয়ে এসেছ? এ কথা শুনে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। **(বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা: ১২০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণিত ঘটনা থেকে জানা গেল যে, হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ছিলেন যুহুদ ও তাক্বওয়ার প্রতিচ্ছবি এবং পার্থিব ধন-সম্পদ থেকে সম্পূর্ণ নির্মোহ; এজন্যই তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই খলীফার ধন-সম্পদ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পদ মর্যাদাধারীদের প্রতাপ ও দাপটে কখনোই প্রভাবিত হতেন না এবং উচ্চপদস্থদের তোষামোদ বা চাটুকারিতাও করতেন না; বরং তাদেরকে পাপে নিমজ্জিত দেখলে নেকীর দাওয়াত দিতেন, ওয়াজ-নসীহত করতেন এবং সর্বতোভাবে তাদের সংশোধনের চেষ্টা করতেন। কেননা ধনীদের তোষামোদ কেবল সেই করে, যার মনে দুনিয়ার তুচ্ছ সম্পদ পাওয়ার লোভ থাকে; পক্ষান্তরে আল্লাহর ওলিগণ তো অল্পেতুষ্টির অমূল্য সম্পদে সমৃদ্ধ থাকেন। তাঁদের দৃষ্টি ধনীদের নশ্বর সম্পদের উপর নয়, বরং আল্লাহর রহমতের উপর নিবদ্ধ থাকে। মনে রাখবেন! কেবল ধন-সম্পদের কারণে ধনীদের সম্মান করা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ;

দুই-তৃতীয়াংশ দ্বীন বিলুপ্ত হয়ে যায়

বর্ণিত রয়েছে: যে ব্যক্তি কোনো ধনীকে কেবল তার ধন-সম্পদের কারণে অতিরিক্ত খাতির-যত্ন করে, তার দুই-তৃতীয়াংশ দ্বীন বিলুপ্ত হয়ে যায়। **(কাশফুল খফা, ২/২১৫, হাদীস ২৪৪২)**

হে আশিকানে গাউসে আযম! আমাদের উচিত দুনিয়াদার ধনীদের তোষামোদ-চাটুকারিতা করা এবং কথায় কথায় তাদের মিথ্যে প্রশংসার স্তূপ রচনার পরিবর্তে তাদেরকে নেকীর দাওয়াত ও আখিরাতের চিন্তার মানসিকতা প্রদান করা। নেকীর দাওয়াতের বরকতে আল্লাহ পাক চাইলে আমাদের সমাজ (ঝড়পরবঃ) থেকে অন্যায়-অনাচার দূর হওয়া শুরু করবে, চারদিকে নেকীর বসন্ত ছড়িয়ে পড়বে; আমাদের সমাজ, আমাদের গলি-মহল্লা এবং প্রতিটি ঘর শান্তির নীড়ে পরিণত হওয়া শুরু হবে। সর্বত্র সুন্নাতের বসন্ত নেমে আসবে, ঘৃণার দেয়ালগুলো ভালোবাসার আবহাওয়ায় রূপান্তরিত হওয়া শুরু হবে; বহু বছর ধরে বিচ্ছিন্ন বন্ধু-বান্ধব ও পরিবার-পরিজন পুনরায় একত্রিত হয়ে যাবে, মান-অভিমান দূর হয়ে যাবে, গুনাহগাররা নেককারে পরিণত হবে, নামায কাযা করা ব্যক্তিরা নামাযের নিয়মানুবর্তী হয়ে যাবে, প্রতিটি ঘর থেকে কুরআন তিলাওয়াতের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে থাকবে এবং গুনাহ প্রসারকারীরা নেকীর দাওয়াত প্রদানকারীতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দানশীলতা ও ত্যাগ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যুহুদ, তাক্বওয়া, অল্পেতুষ্টি, পরহেযগারী এবং নেকীর দাওয়াত প্রসার করার পাশাপাশি গরীব, অভাবী ও সহায়-সম্বলহীনদের সহায়তা করার মতো গুণাবলিতেও ছিলেন অনন্য। গরীব, অভাবগ্রস্ত ও বিপদগ্রস্তদের সমস্যা সমাধানের আবেগও তাঁর পবিত্র চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কখনো কোনো চাহিদা সম্পন্নের চাহিদা প্রত্যাখ্যান করতেন না,

কখনো কোনো অভাবীকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতেন না; বরং এভাবে বলতেন: আমি সমস্ত আমল অনুসন্ধান করে দেখেছি, সেগুলোর মধ্যে খাবার খাওয়ানো চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো আমল আমি পাইনি। হায়! যদি আমার সাধ্য হতো তবে আমি সকল ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়াতাম!

(ক্বালায়েদুল জাওয়াহির, পৃষ্ঠা: ৩৭)

শায়খ আব্দুল্লাহ জুবায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: একবার হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমাকে লক্ষ্য করে বলেন: আমার দৃষ্টিতে ক্ষুধার্তকে আহার করানো এবং মানুষের সাথে উত্তম আচরণের মাধ্যমে মেলামেশা করা অত্যন্ত পরিপূর্ণ এবং অধিক ফযিলতপূর্ণ আমল। অতঃপর বলেন: আমার হাতে পয়সা টেকে না; সকালে যদি আমার কাছে এক হাজার (১০০০) দীনার আসে, তবে সন্ধ্যা হতে না হতেই তা থেকে একটি পয়সাও অবশিষ্ট থাকবে না, সবই গরীব-অসহায়দের মাঝে বণ্টন করে দেব এবং ক্ষুধার্তদের আহার করাব। **(ক্বালায়েদুল জাওয়াহির, পৃষ্ঠা: ৮)**

আসুন! হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দানশীলতা এবং গরীবদের সহায়তা সম্পর্কিত অত্যন্ত চমৎকার একটি ঘটনা শ্রবণ করি;

এক রাতের বরকত

হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শাহজাদা হযরত আল্লামা সৈয়দ আব্দুর রাজ্জাক কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: যখন আমার সম্মানিত পিতা প্রসিদ্ধি লাভ করলেন, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কেবল একবার হজ্ব আদায় করেন। সেই হজ্বের যাতায়াতে আমি তাঁর বাহনের লাগাম ধরে চলতাম। যখন আমরা বাগদাদের দক্ষিণে অবস্থিত একটি শহরে পৌঁছলাম, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: এখানে সবচেয়ে গরীব বাড়িটির সন্ধান

করো। তাই আমরা একটি বিরান স্থান দেখতে পেলাম, যাতে পশমের একটি তাঁবু ছিল; তাতে এক বৃদ্ধ, এক বৃদ্ধা এবং একটি মেয়ে বাস করত। তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡہِ সেই বৃদ্ধের নিকট থেকে অনুমতি নিলেন এবং সঙ্গীদের নিয়ে সেই বিরান স্থানে অবস্থান করলেন। সেই শহরের মাশায়িখ ও ধনী ব্যক্তিবর্গ তাঁর খেদমতে এসে আরয করল: আপনি আমাদের গরীবখানায় কিংবা অন্য কোনো ভালো বাসস্থানে তাশরীফ নিয়ে চলুন; কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করলেন না। শহরের গভর্নর তাঁর খেদমতে বহু গরু, ছাগল, খাদ্যদ্রব্য, স্বর্ণ, রৌপ্য ও আসবাবপত্র পাঠাল এবং সফরের জন্য বাহন পাঠাল; এছাড়া মানুষ চারদিক থেকে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হতে লাগল। তিনি নিজের সঙ্গীদের লক্ষ্য করে বললেন: এই সমস্ত সামগ্রী থেকে আমি আমার অংশ এই পরিবারের সদস্যদের দান করে দিলাম। এ কথা শুনে সঙ্গীরাও আরয করল যে, আমরাও নিজেদের অংশ দান করে দিলাম। এভাবে সেই সমস্ত মালপত্র সেই বৃদ্ধ, বৃদ্ধা এবং মেয়েটিকে দিয়ে দেওয়া হলো। রাতে তিনি সেখানে অবস্থান করলেন এবং সকালে রওয়ানা হলেন। (তাঁর শাহজাদা বলেন:) বহু বছর পর সেই শহরে আমার পুনরায় যাওয়ার সুযোগ হলো; গিয়ে কী দেখতে পাই, সেই বৃদ্ধ সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে! সে আমাকে বলল: এই সবকিছুই সেই রাতের বরকত; সেই গরু-ছাগলগুলো বংশবৃদ্ধি করেছে এবং বড় হয়েছে, এ সবই সেখান থেকেই অর্জিত। **(বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা: ১৯৮)**

আল্লাহ পাক আমাদের হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡہِ এর ফয়যান নসীব করুক এবং আমাদেরকে গাউসে পাকের সীরাতের উপর আমল করার তাওফীক্ব দান করুক। اٰمین

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد